সিন্ডিকেট - ২৮

সংবাদ

তারিখ 03 OCT 2007
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ১

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে দলীয় উপাচার্য

তত্ত্বাবধায়ক সরকার রাষ্ট্র, প্রশাসন, রাজনীতিসহ অনেক ক্ষেত্রেই সংস্কার করছে। তবে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে শিক্ষা ক্ষেত্রে সংস্কারের যে সামান্য উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল সেটা কার্যকর করা হয়নি। সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে চারদলীয় জোট সরকার দলীয় আনুগত্যের ভিত্তিতে উপাচার্য নিয়োগ করে রেখে গেছে এবং যদিও প্রায় এক বছর হতে চলল চারদলীয় জোট সরকার ক্ষমতায় নেই, তবুও এই পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যরা নির্বিচারে চারদলীয় জোটের ডিজাইন বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। সম্প্রতি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬ শিক্ষকের বিরুদ্ধে ক্যাম্পাসে নৈরাজ্য ও সংঘর্ষের অভিযোগ এনে মামলা করা হয়। মামলার পর শিক্ষকদের কেউ কেউ গ্রেফতার হন, কেউবা আদালতে আত্মসমর্পণ করেন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে, বলা যায় মহাআনন্দে এই ৬ শিক্ষককে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করেন। বলা যায় চারদলীয় জোটের নিয়োজিত উপাচার্য শিক্ষকদের বিরুদ্ধে মামলার সুযোগ নিয়ে তাদের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিতাড়নের জন্য তৎপর হয়ে উঠেছেন। বলা বাহুল্য, মামলায় অভিযুক্ত সব শিক্ষকই প্রগতিশীল ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার।

বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের দলীয় উপাচার্যের নেতৃত্বে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় যাত্রার প্রথমবর্ষেই জোট সরকারের সাবেক এক প্রভাবশালী প্রতিমন্ত্রীর ভর্তি পরীক্ষায় ফেল করা নিকট আত্মীয়কে 'পাস' দেখিয়ে ইংরেজি অনার্স কোর্সে ভর্তি করেছে বলে জানা গেছে। বস্তুত অনার্স ভর্তি পরীক্ষায় ব্যাপক ফলাফল জালিয়াতির অভিযোগ রয়েছে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথমবর্ষেই। দলীয় ভিসির পছন্দেই জোট সমর্থক শিক্ষকদেরই বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে শুধু দলীয় বিবেচনায়।

দলীয় বিবেচনায় চারদলীয় জোট সরকার পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে উপাচার্য হিসেবে তাদের দল বা জোটের যেসব পছন্দের কর্মীকে রেখে গেছে তারা এখন চারদলীয় জোটের বিপদের সময় সার্ভিস দিচ্ছে। ১১ জানুয়ারি ড. ইয়াজউদ্দিনের নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট সমর্থক তত্ত্বাবধায়ক সরকার পরিবর্তনের পর বর্তমান সরকার পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উপাচার্য নিয়োগে প্যানেল তৈরি করার জন্য একটি সার্চ কমিটি গঠন করেছিল। কিন্তু সার্চ কমিটি কাজই শুরু করতে পারেনি বা কাজ শুরু করেনি। সার্চ কমিটিতে নিম্ন স্ট্যাটাসের কর্মকর্তা অন্তর্ভুক্তিকরণ নিয়ে জটিলতার কারণে সার্চ কমিটি কোন কাজই করতে পারেনি। এর ফল হয়েছে এই যে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে চারদলীয় জোট সরকারের নিয়োজিত দলীয় উপাচার্যরা রয়ে গেছেন বহালতবিয়তে এবং নির্বিবাদে চারদলীয় জোটের স্বার্থ রক্ষা করে চলেছেন।

আমাদের কথা অত্যন্ত পরিষ্কার। সংস্কার শুধু রাজনীতি, রাজনৈতিক দল, নির্বাচনী বিধি ও বাছাই করা কয়েকটি ক্ষেত্রে চলবে না; প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রেই সংস্কার হওয়া বাঞ্ছনীয়। শিক্ষা শুধু গুরুত্বপূর্ণ নয়, মৌলিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ খাত। এই খাতের সংস্কার সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ এবং এ সংস্কার শুরু হতে পারে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বদলের মধ্য দিয়ে। যে উদ্দেশ্যে অর্থাৎ সব ক্ষেত্র থেকে দলীয়করণের প্রভাব নিশ্চিহ্ন করে রাষ্ট্র ও সমাজের স্বার্থে একটি দলীয় প্রভাবমুক্ত গণতান্ত্রিক কাঠামো প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগ যখন চলছে সেটা কখনই ফলপ্রসূ হবে না যদি না শিক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ খাতকে ওই সংস্কার প্রক্রিয়ার বাইরে রাখা হয়। সুতরাং সরকারকে সার্চ কমিটি পুনর্গঠন করেই হোক বা অন্য কোন উপায়েই হোক পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে রদবদল করতে হবে। সেটা করা না হলে যেমন এতদিন রয়েছে তেমনি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো চারদলীয় জোটের আওতায়ই থেকে যাবে।